# কৌশলগত পরিকল্পনা

এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফএডি)

আরকে রোড, খলিলগঞ্জ, কুড়িগ্রাম
মোবাইল ফোন/টেলিফোন-০৫৮১-৬১২৪৯ (অফিস , মোবা-০১৭১৯৬৯১৪০৯
ফ্যাক্স/ই-মেইল- yesminafad@gmail.com, yesminafad@yahoo.com

সহযোগিতায়: মহিদেব যুব সমাজ কল্যান সমিতি (এমজেএসকেএস)
অর্থায়নে: অক্সফ্যাম বাংলাদেশ

## সুচী পত্রঃ


১. সার সংক্ষেপ
২. কৃতজ্ঞতা স্বীকার
৩. Acronyms
৪. ভূমিকা
৫. সংগঠনের অবস্থা বিশ্লেষণ
৬. সংগঠনের পরিচিতি
৭. বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষন
৮. কর্মসূচীর কৌশল নির্ধারণ ( ইস্যু ভিত্তিক)
   ইস্যু-১ জেন্ডার সমতায়ন ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ
   ইস্যু-২ শিক্ষা ( জীবন দক্ষতা ভিত্তিক)
   ইস্যু-৩ স্বাস্থ্য (নারী ও কিশোরী)
   ইস্যু-৪ দারিদ্র বিমোচন
   ইস্যু-৫ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা
   ইস্যু-৬ উৎপাদন
৯. সাংগঠনিক কৌশল
   কর্মী উন্নয়ন, নির্বাহী পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সাংগঠনিক কাঠামো ও রিপোর্ট, যোগাযোগ ও নেটওয়াকিং
১০. কর্মসূচীর সহযোগি এবং তাদেও ভূমিকা , বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া
১১. ভৌগলিক অবস্থান (মানচিত্র)
১২. সারণী -Activity Grant chart, কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া
   SWOT Analysis কৌশলগত বিষয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ Matrix, উপস্থিতির তালিকা

সার সংক্ষেপ :

কৌশলগত পরিকল্পনা হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের দর্পণ, একটি শৃঙ্খলিত উদ্যোগ যা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ পথ দেখায়, ফলে প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার কর্মসূচীকে সফলভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ণে এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফএডি) দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশার জায়গাটি পুরণ হলো।

সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, নির্বাহী পরিষদ, সাধারণ পরিষদসহ, সেবা গ্রহণকারী ও হিতাকাঙ্খী ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্তকরনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করা হয়। সকলের অংশগ্রহন এবং সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে সংস্থার মিশন, ভিশন, মুল্যবোধ এবং নীতিসমুহ যুগোপোযোগিতার আলোকে সংস্কার করা হয়।

এ দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। কিন্তু নানমূখী সমস্যার কারণে মানুষ তাদের এ চাহিদা পুরোপুরি ভোগ করতে পারে না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের জীবন জীবিকার উন্নয়ন করা বর্তমান সময়ের একটি দাবি। দারিদ্রতার অন্যতম কারণ হলো প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি। প্রতি বছর বন্যা, খরা, অতি বৃষ্টি এবং শৈতপ্রবাহের জন্য ফসলের হানি ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পায় ফলে গরীব মানুষ আরো দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করে। এ সকল দরিদ্র মানুষদের সংগঠিত করে জীবিকায়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমুলক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া এবং স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম জেলা ১৬টি নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতি বছর প্রাকৃতিক দূর্যোগজনিত কারণে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রা প্রতিনিয়ত ব্যাহত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঠেকানো সম্ভব নয় কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বিভিন্ন কৌশলে বা কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে কর্মএলাকায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দূর্গত মানুষের আশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজন দক্ষ কর্মী বাহিনীর। তাদেরকে লাইসই তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেও যুগোপযোগি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

SWOT Analysis- এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন সবলতা, উন্নয়নযোগ্যদিক, বাহ্যিক অবস্থা, সম্ভাবনা এবং বাঁধাসমুহ চিহ্নিত করা হয়েছে। ভিশন ও মিশনে বর্ণিত বিষয় সমুহের উপর ভিত্তি করে আর্ন্তজার্তিক, জাতীয় ও স্থানীয় অবস্থার বিশ্লেষন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এই কৌশলগত পরিকল্পনা আগামী ৫ বছরে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করবে।

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফএডি) স্থানীয় পর্যায়ের একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই সংস্থাটি তার কর্ম এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ শুরূ করে সফলভাবে তা বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থার এই সফলতার পিছনে রয়েছে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সহযোগিতা এবং সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিকতা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠা। সংস্থার এই সফলতার মাঝেও রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ। সংগঠনকে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা সর্বদাই অত্যন্ত আগ্রহী। সংস্থা মনে করে একবিংশ শতাব্দির প্রতিযোগিতার সন্ধিক্ষণে অংশগ্রহনমুলত কৌশলগত পরিকল্পনা ছাড়া লক্ষ্য অর্জন করা দূরহ। এরই আলোকে সংস্থায় একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে "গ্লোবাল ফান্ড ফর ওমেন" ও এলনা প্রকল্প আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট জনাব নিতাই চন্দ্র দাস,সহকারী পরিচালক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ---------- তিনি পর পর ২টি কর্মশালার মাধ্যমে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। এদের পরামর্শ, উপদেশনা কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। সংগঠনের সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ, পার্টনার, এলাকাবাসী এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা সম্ভব হয়েছে, আমি সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাইদা ইয়াসমিন
নিবাহী প্রধান
এএফএডি
কুড়িগ্রাম।

**ভৌগলিক অবস্থান:** কুড়িগ্রাম জেলার মাণচিত্রে সংগঠনের কর্ম এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

**ভূমিকা:**

দরিদ্র, দুস্থ ও দূর্যোগ কবলিত মানুষের জীবন মান উন্নয়ন, টেকসই এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজন সাংগঠনিক মজবুত ভিত্তি এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের কৌশলগত ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। সেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন প্রক্রিয়াকে সঠিক এবং সবল গতিতে পরিচালনার জন্য দরকার একটি দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা। এমনই একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে এএফএডি ২০১৮ সালে উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগঠনকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এমনই কার্যকর করা এবং নির্দেশনা দেয়া, যার ফলে সংগঠনের সার্বিক কর্মকান্ডকে সময় উপযোগী করে গতি তরান্বিত করা এবং দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করা সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে কর্ম এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সাংগঠনিক অবস্থার নিরিখে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক তা বিশ্লেষনের মাধ্যমে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভিশন, মিশন ও নীতি সমুহ:

**Mission:**

The mission of AFAD is to contribute to the education of young people, through a value system based, to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society

**Vision:**

An enabling environment for the realization, respect, and protection of fundamental human rights among youth and develop their leadership qualities to make them active contributor within the society

**লক্ষ্য:** দূর্যোগ ঝুঁকিপূর্ন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নারী পুরুষের সম-অংশগ্রহনে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে তৃর্ণমুল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ।

**উদ্দেশ্য :**

ক) সমাজ ও নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ।

খ) অবহেলিত, নিস্পোষিত , বঞ্চিত, অসচেতন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা ।

গ) সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন , গৌরবময় ঐতিহ্য লালন এবং প্রকৃত ইতিহাস সর্ম্পকে বর্তমান ও আগত প্রজন্মকে অবহিত করা ।

ঘ) বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ , বিজ্ঞানের কল্যানমুখী চর্চা ও জাতীয় সম্পদের সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত করা ।

ঙ) লিংগ ভিত্তিক নারী পুরুষের বিভেদ পরিহার ও নারীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কার্য্যক্রম গ্রহন করা ।

চ) উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা এবং সম্পদের প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা ।

ছ) সমাজ জীবনে নারীর পশ্চাৎপদতা ,অজ্ঞতা, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা ,স্বাস্থ্যহীনতা , নির্যাতন বাল্যবিবাহ , বহু বিবাহ , তালাক ইত্যাদি রক্ষনশীল ধ্যান ধারনা দূরীভূত করা এবং নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহন করা ।

জ) জাতিসংঘ প্রণীত মানবাধিকার , নারী ও শিশু অধিকার অর্জনের সংগ্রামে সক্রীয় সহযোগিতা করা।

ঝ) পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া ।

ঞ) জাতীয় যুগ - প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন এবং পাঠাগার , সংগীত , চারুকলা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করা ।

ট) দেশের যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় মানবিক সাহায্য প্রদান করা এবং দু:স্থ মানবতায় সেবায় আত্ম নিয়োগ করা ।

ছ) এলাকার তথা দেশের সকল নির্যাতিত নারীর জন্য আইন সহায়তা ও নিরাপদ আশ্রয়

Organizational Principle: (মূল্যবোধ)

- Alleviation of deep-rooted poverty to provide women the power of economic independence.
- Raising critical awareness among the women about their scope, rigths and potentialities.
- Providing non-formal education to build –up their skills, abilitiesand outlook
- Mainstreaming Women's participation in the developmennt process.
- Establishing Women's right and defending the atrocities against women
- Combating against multi-dimensional courses of women & child trafficking
- Developing the linkage, networking and communication among different women's groups and organizations
- Strengtheniing women's political political participation.

সংগঠনের অবস্থা বিশ্লেষণ:

১৯৯৮ সালে এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফএডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটি হতদরিদ্র মানুষের অধিকারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজ সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। সংগঠনের সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদের সহযোগিতায় এবং কর্মীদের কাঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতায় এটি সম্ভব হয়েছে। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ণে একটি প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন সবলতা, উন্নয়নের সুযোগ, সম্ভবনা এবং বাধাসমুহ চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে প্রতিষ্ঠানটি তার সবলতার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের বাহিরে কোথায় কোথায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে তা খুজে বের করতে না পারলে যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। সেই সাথে দূর্বলতা সমুহকে অতিক্রম করে বাস্তবমূখী ও সময়োপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করাও অসম্ভব হয় পড়ে।

| সবলতা | সুযোগ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ➢ গঠনতন্ত্র আছে<br>➢ কার্যকরী/সক্রিয় নির্বাহী কমিটি<br>➢ নিজস্ব অফিস ভবন<br>➢ প্রশিক্ষন কেন্দ্র আছে<br>➢ বিভিন্ন নীতিমালা সমুহ<br>➢ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসর্ম্পক<br>➢ সমাজসেবা অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও পাদর থেকে নিবন্ধনকৃত<br>➢ বিভিন্ন নেটওর্য়াকের সাথে যুক্ত<br>➢ চরএলাকায় দীর্ঘদিনের কাজ করার অভিজ্ঞতা<br>➢ যানবাহন সুবিধা<br>➢ দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী<br>➢ এলাকায় সংগঠনের ব্যাপক পরিচতি ও গ্রহণযোগ্যতা | ➢ সেবাদানকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে স-ুসর্ম্পক<br>➢ দূর্গত ও চর এলাকার সাথে দীর্ঘদিনের পরিচিতি<br>➢ বিভিন্ন উপকারভোগী, স্থানীয় সরকার , স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ এবং বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর সাথে সু-সর্ম্পক<br>➢ কাজের ক্ষেত্র বিদ্যমান।<br>➢ প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতা<br>➢ এলাকার জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা<br>➢ নারী সংগঠন |
| দূর্বলতা | বাঁধা |
| ➢ অপ্রতুল ফান্ড<br>➢ অপর্যাপ্ত যানবাহন<br>➢ সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নাই<br>➢ সংস্থার সার্ভিস রূল নাই<br>➢ প্রতিবন্ধী বক্তিদের জন্য কোন পলিসি নাই<br>➢ মান সম্মত প্রশিক্ষন কেন্দ্র নাই<br>➢ কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষনের ঘাটতি<br>➢ দাতা নির্ভর<br>➢ নিজস্ব তহবিলের অভাব<br>➢ সংস্থার সব ধরনের নীতিমালা প্রস্তুত এখনও সম্ভব হয় নাই<br>➢ দক্ষ কর্মী চলে যাওয়া | ➢ প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত এলাকা (নদী ভাঙ্গন, বন্যা ও শৈতপ্রবাহ)<br>➢ স্থানান্তর (মাইগ্রেশন)<br>➢ কর্মস্থানের অভাব<br>➢ ধারাবাহিক ফান্ডের অভাব<br>➢ বিদ্যমান আইনের জটিলতা |

সাংগঠনিক পরিচিতি:

বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলাগুলোর অন্যতম একটি জেলা হলো কুড়িগ্রাম। দেশের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত এ জেলা। কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার, খলিলগঞ্জ বাজার, আরকে রোড়ে এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফএডি) অবস্থিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংস্থাটি কুড়িগ্রাম জেলার অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ জীবন মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে আসছে।

সংস্থাটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর , এনজিও বিষয়ক ব্যুরো , যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও পাদর থেকে নিবন্ধনকৃত।

সুখী সমৃদ্ধ জীবন মানুষের চিরন্তন আকাঙ্খা। সৃষ্টির সুচনালগ্ন থেকেই এ সত্য বাস্তবায়নের নিরন্তর প্রচেষ্ঠা অব্যাহত থাকে। মানুষের এ ধারাবাহিক প্রচেষ্ঠা সত্বেও অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক বৈষম্য ও অযৌক্তিক বিভাজন। বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় অজ্ঞতা, অশিক্ষা, পশ্চাদপদতা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা হীন স্বার্থপরতা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি অলংঘনীয় অনিয়মের মত দূর্দমনীয় ব্যাধি

আমাদের সামাজিক সামষ্ঠিক উন্নয়নে বাঁধার প্রাচীর। এই অবস্থার উত্তরণ একান্ত প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক বিকাশের কোন বিকল্প নাই। সমকালীন বিশ্বে আমাদের দেশের সার্বিক অবস্থা খবুই নাজুক অবস্থানে। দেশকে ক্রমান্বয়ে উন্নয়ন ও বিকাশের দিকে ধাবিত করার লক্ষ্যে সরকারী প্রচেষ্ঠার পাশাপাশি বে-সরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমুহের উদ্যোগ খুবই গুরূত্বপূর্ন।

১৬টি নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্ঠিত কুড়িগ্রাম জেলা। জেলার অধিকাংশ অঞ্চলই নদী অববাহিতায় অবস্থিত (চরাঞ্চল)। প্রায় প্রতি বছর বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, অতিখরা, শৈত্যপ্রবাহ সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ অঞ্চলের মানুষের নিত্যসঙ্গী। তার উপর অতি দারিদ্রতা, শিক্ষা, চিকিৎসার অভাব, নারীর মানবাধিকার লংঘনসহ অধিকার বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ ও একটি আত্মনির্ভরশীল, মর্যাদাপূর্ন ন্যায় ভিত্তিক সমাজ তথা জাতি বিনির্মাণে অংশীদারিত্ব গ্রহনের দায়িত্ববোধ থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে " এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফএডি) ।

১. সংগঠনের নাম ও ঠিকানা: এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফএডি)
ঠিকানা: আরকে রোড, খলিলগঞ্জ, কুড়িগ্রাম-৫৬০০
ফোন: ০৫৮১-৬১২৪৯, মোবা: ০১৭১৯৬৯১৪০৯, ০১৭১২৫৩৪৬৪২
ই-মেইল- yesminafad@yahoo.com
yesminafad@gmail.com

২. নির্বাহী প্রধানের: সাইদা ইয়াসমিন পদবী: নিবাহী প্রধান

৩. সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল: ১৪ আগষ্ঠ ১৯৯৮ইং

৪. আইনগত অবস্থা: রেজিষ্ট্রেশন কোথায় নিবন্ধকৃত নিবন্ধন নং/সন

ক) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২৪৪৩/২০০৯

খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর DWA/Kuri/Reg/29/99-Date: 24/05/99

গ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর YDA/Kuri-141/Kuri Sadar/Reg/22/2001-Date19/01/2001

ঘ) পাদোর PADOR Registration -BD-2009-DWD-1906421695 (Euro Aid ID)

৫. সংস্থার কর্মএলাকা: কুড়িগাম জেলা

কর্মসূচীর কৌশল নির্ধারণ (ইস্যু ভিত্তিক) : কৌশলগত ইস্যু , উদ্দেশ্য , প্রত্যাশিত ফলাফল, প্রধান কাজসমুহ/কার্যাবলী

## ইস্যু- ৫ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

আন্তজার্তিক:

অতি দ্রুততায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী আকস্মিক প্রলয়ংকরী বন্যা, সুনামী, আইল্যা, নার্গিস ও সিডোরসহ খরা, ভুমিকম্প, শৈত্য প্রবাহ, ভুমিধ্বস মানব জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। গত ১০ বছরে ( ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭ ) প্রলয়ংকরী বন্যার ফলে বাংলাদেশ এক মহা সংকটকাল অতিক্রান্ত করে। বিভিন্নমূখী দূর্যোগের ফলে জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সহ উন্নয়ন কর্মকান্ড মরাত্মকভাবে ব্যাহত হয়ে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় মানুষ,

ধ্বংস হয় অবকাঠামো ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, মানুষ বাধ্য হয় মানবেতর জীবন যাপনে। ক্ষুধা, দারিদ্র এখন বিশ্বব্যাপী এক আলোচিত বিষয়।

জাতীয়:

জলবায়ূ পরিবর্তন ও ভৌগলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ প্রায় প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। বাংলাদেশ যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দূর্যোগের ক্ষতিগ্রস্থ দেশ তা দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রে উল্লেখ রয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ১০৪টি দূর্যোগ রেকর্ড করা হয়। ১৯৭০ সনের ঘূর্নিঝড়ে প্রায় ৫ লক্ষ এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ মারা যায়। কৃষি ও অবকাঠামোগত ক্ষতি হয় ৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান অর্থ। এছাড়া ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বন্যা, সিডোর, জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে যানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরে প্রলংকারী হ্যারিকেনের আঘাত দেশের পূবাঞ্চলে ৮টি জেলা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সকল জেলার মানুষের ঘরবাড়ী এবং ফসলের অপুরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ সকল জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ ০৪টি জেলা হলো-কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর ও লালমনিরহাট। এ সকল জেলার বেশীরভাগ লোক তাদের ঘরবাড়ী হারিয়ে নি:স্ব হয়ে গেছে।

স্থানীয়:

১৬টি নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত কুড়িগ্রাম জেলা। প্রায় প্রতি বছর ভারতের পাহাড়ি ঢলের ফলে অনাকাঙ্খিত বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ ছাড়া নদীভাঙ্গন,শৈত প্রবাহ, খরা, ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করে থাকে। উল্লেখ যে, ঘনবসতি, নিম্নভূমি, অধিকাংশ এলাকাই নদী তীরবর্তী অঞ্চল (চর), অতি দারিদ্রতা এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল তাই এলাকার মানুষ নির্মম প্রাকৃতিক দূর্যোগের শিকার। বিভিন্নমূখী দুর্যোগের ফলে কুড়িগ্রাম জেলার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই তাদের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সহ উন্নয়ন কর্মকান্ড মারাত্বকভাবে ব্যাহত হয়ে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় মানুষ, ধ্বংস হয় অবকাঠামো ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, মানুষ বাধ্য হয় মানবেতর জীবন যাপনে।

সবলদিক:

- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুত্তি মুলক সচেতনতা বৃদ্ধি, দর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ।
- দুর্যোগ পরবর্তী পূর্ণবাসন কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা
- স্থানীয় জনগণের সাথে সু-সর্ম্পক ও গ্রহণযোগ্যতা
- স্থানীয় প্রশাসন ও কমিউনটির কাছে সাংগঠনিক স্বচ্ছতা।
- পরিচালনা পর্ষদ গতিশীল, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান

দূর্বল দিক:

- দুর্যোগ মোকাবেলায় জরূরী নিজস্ব তহবিলের অভাব
- দূর্গম এলাকায় দ্রুত চলাচলের উপযোগী নৌকা, স্পীড বোট ও অন্যান্য উপকরনের অভাব।
- দূর্যোগ কালীন প্রয়োজনীয় উপরনের ষ্টোরেজ ব্যবস্থা না থাকা।

সুযোগ:

- কুড়িগ্রাম জেলার নারী সংগঠন হিসাবে গ্রহনযোগ্যতা
- সরকারী বেসরকারী কোন বাধা নেই।

বাঁধা:

- ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উন্নয়ন টেকসই হয় না।

- দীর্ঘ মেয়াদী ফান্ডের অভাব

বাস্তবায়ন কৌশল:

- মবিলাইজেশনের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করন।
- প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন এবং উপকরণ ও তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- সর্তকীকরণ
- ভলান্টিয়ারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ।

উদ্দেশ্য:

- দূর্যোগ প্রশমন ও মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা
- দ্রুত যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ
- বিভিন্ন প্রকৃতির দূর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান হ্রাস করা।
- দূর্যোগ মোকাবেলায় জনশক্তি, তহবিল, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করণে সমন্বয় সাধন ও পদক্ষেপ গ্রহণ
- এলাকা ভিত্তিক তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

- দূর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- ঝুঁকি প্রশমনে ভুমিকা রাখবে।
- দারিদ্রতা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।
- ভলান্টিয়ার ও কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

কার্যক্রম:

- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রিভিউ
- ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষন প্রদান।
- সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন রাস্তা, ঘরবাড়ী, হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও নির্মাণ।
- বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক কৌশল:

প্রতিষ্ঠানকে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পদের সমাবেশীকরণ এবং অন্যান্য প্রতিষ্টানের সাথে যোগযোগ স্থাপন ও নেটওয়াকিং একটি অপরিহার্য বিষয়।

কর্মী উন্নয়ন:

নিদিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমুলক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সার্মথ্য ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। তাই কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে।

নির্বাহী পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি:

সংগঠন পরিচিতির মুলে রয়েছে নির্বাহী পরিষদ। দাতা সংস্থার সাথে আলোচনা, সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকৌশল নির্ধারণ বিভিন্ন সময় গূরূত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন নির্বাহী পরিষদের কাজ। তাই নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষন, বিনিময় ও পরিদর্শন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে।

## সাংগঠনিক কাঠামো ও রিপোটিং :

সংগঠনের একটি অর্গানোগ্রাম রয়েছে। প্রকল্প ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা তাদের সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের নিকট কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করেন। সুপারভাইজারগণ সমন্বয়কারীর নিকট রিপোর্ট দাখিল করেন। সমন্বয়কারী সকলের প্রতিবেদন পর্যালোচনা সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

## যোগাযোগ ও নেটওয়াকিং:

বর্তমানে প্রতিযোগিতার যুগে টিকে থাকতে হলে লিংকেজ ও নেটওয়াকিং একটি অপরিহার্য বিষয়। বিভিন্ন দাতা সংস্থারা প্রায়ই নেটওর্য়াকের মাধ্যমে অর্থ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। একক ভাবে কোন ইস্যু নিয়ে কাজ করা যত ঝুঁকি তার চেয়ে অনেক কম ঝুঁকি নেটওর্য়াকের মাধ্যমে কাজ করা। তাই সমমনা বা একই ইস্যু নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী এমন সব স্থানীয় এবং জাতীয় বেসরকারী সংগঠন সমুহের নেটওর্য়াকের মাধ্যমে উন্নয়নমুলক কাযক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

## কর্মসূচী সহযোগি এবং তাদের ভূমিকা:

এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফএডি) একটি বেসরকারী নারী উন্নয়ন সংস্থা। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সংস্থাটি দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে কুড়িগ্রাম জেলার অবহেলিত মানুষের বিশেষ করে নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজ করে আসছে। কুড়িগ্রাম জেলার ০২টি উপজেলা: উলিপুর ও কুড়িগ্রাম সদর সংস্থার কার্যক্রম বিস্তৃত। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গুলির মধ্যে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, নারী স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠি, স্যানিটেশন, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার এবং সুশাসন, প্রশিক্ষন, আইনী সহায়তা, এডলোসেন্ট রিসোর্স সেন্টার, কিশোরী উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব কৃষি, জলবায়ু প্রশমন ও নিরসন, দূযোর্গ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রস হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধি উন্নয়ন, যুবা নারী নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন ও নেটওয়াকিং অন্যতম। এছাড়াও দেশী ও বিদেশী দাতা সংস্থার অর্থায়নে আরো কিছু স্বপ্ল মেয়াদী কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখিত কার্যক্রমগুলির জন্য যে সকল দাতা সংস্থা আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কমিউনিটির গ্রহণযোগ্যতা, আন্তরিকতা এবং কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে উল্লেখিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এএফএডি বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি বর্গকেও বিভিন্ন কর্মসূচীতে অন্তভুক্ত করে। এসব জনগোষ্ঠী এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফএডি) এর কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। যেমন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরন, সুপারভিশন ও মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, দেশীয় ও আন্তজার্তিক দাতা সংস্থা এএফএডি এর কর্মকান্ড বাস্তবায়নে আর্থিক এবং কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করছে। তারা এএফএডি এর কর্মকান্ড সমুহ মূল্যায়ন, পরির্দশন এবং মনিটরিং করে।

## বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

কর্মসূচী পরিকল্পনা থেকে শুরূ করে বাস্তাবায়ন এবং মূল্যায়ন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের লক্ষ্যভুক্ত জনপোষ্ঠীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়। চাহিদা নিরূপন, প্রকল্প প্রণয়ন, কর্মী নিয়োগ, মাঠ পর্যায়ের তদারকি, মনিটরিং, নীরিক্ষা, রিপোটিং ইত্যাদি বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করা হয়।

## অংশগ্রহণ:

**প্রাইমারী:** গ্রামীণ এলাকার বিশেষত: দূগর্তএলাকার দরিদ্র, অতি দরিদ্র, দুস্থ, প্রতিবন্ধী ও অসহায় নারী পুরূষ, শিশু, কিশোর-কিশোরী ।

**সেকেন্ডারী:** স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক, ইমাম, কাজী, ঘটক, মেম্বার, চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।

**মানব সম্পদঃ**

**ক্রোড় পত্র "ক"**

- ষ্টাফ নিয়োগ
- ষ্টাফ এ্যাসেসমেন্ট ক্রোড় পত্র "ক"
- জেন্ডার পলিসি

সম্পদ ব্যবস্থাপনা :

**ক্রোড় পত্র "খ"( বর্তমান প্রজেক্ট ও অর্গানাইজেশনে যা যা সম্পদ আছে তা এবং প্রজেক্ট থেকে যা যা পেয়েছে)**

**প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনাঃ ক্রোড় পত্র "গ"**

**আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ ক্রোড় পত্র "ঘ"**

কর্ম এলাকাঃ

- বর্তমানে কোথায় কাজ করে আগামীতে কোথায় কাজ করবে (মানচিত্র থাকবে)
- এলাকা চিহ্নিত করতে হবে কালার দিয়ে বর্তমানের টা।
- এলাকা চিহ্নিত করতে হবে কালার দিয়ে আগামীর টা।

আইনগত ভিত্তিঃ

আইনগতভাবে এনজিও ব্যুরোর সনদ

স্থায়ীত্বশীলতাঃ

বর্তমানে কি করছে ভবিষ্যতে কি করবে সেক্ষেত্রে

- নিজস্ব কাজ থাকতে হবে
- ক্যাম্পেইন হতে হবে
- উৎস নিজস্ব কার্যক্রম
- প্রতিটি কাজের জন্য চাহিদা নিরূপন করতে হবে সেক্ষেত্রে কি আছে,কি নাই . কি দরকার তা করা।

Graduation Process:

PME এর ক্ষেত্রে গুনগত পরিবর্তন দেখতে চায় (প্রতিষ্ঠান, কার্যক্রম এবং ষ্টাফ)

প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনাঃ

- EC কমিটি কতদিন পরপর হয়।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা-২টা। প্রজেক্ট এবং অর্গানাইজেশন কিভাবে চলে বর্তমানে কোন পরিবর্তন চায় কিনা।
- অডিট ব্যবস্থা
- পরির্বতনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সুনিদিষ্ট করা।

স্মারনী-২ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

সংগঠনের একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এএফএডি বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে অক্সফ্যামের সহয়তায় এলনা প্রকল্প ও গ্লোবাল ফান্ড ফর ওমেন প্রকল্পের আওতায় SAYWL প্রকল্পের সহযোগিতায় এএফএডি সংস্থা ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে সংগঠনের নির্বাহী প্রধানসহ দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তিকে নিয়ে ০৩ দিনের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণমুলক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি স্বচ্ছ ধারণা হাতে কলমে শিখানো হয়। পরবর্তীতে সংগঠনের সকল পর্যায়ের জনগন এবং কর্মকর্তা ও কর্মীদের নিয়ে দুইটি ওয়ার্কসপ করা হয়। ওয়ার্কশপে সংগঠনের মিশন, ভিশন, মূল্যবোধ ও নীতিসমুহ নির্ধারণ চুড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীতে সংস্থার ইসি কমিটি মেম্বার ও ষ্টাফদের সমন্বয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনের অংশগ্রহন মুলক কৌশলগত পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়।

সারনী-০৩ :SWOT ANALYSIS

সেক্টর : সামাজিক

বিষয়:

স্মারনী: ৪ কৌশলগত বিষয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ

| ক্রমিক নং | কৌশলগত বিষয় | প্রদত্ত নম্বর প্রতি বিষয়ে সবোর্চ্চ ১০ নম্বর | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | জনগণের চাহিদা | দাতার আগ্রহ | উক্ত বিষয়ে অন্যান্য সংস্থা কাজ করে | সংস্থার আগ্রহ ও যোগ্যতা | মোট নম্বর (গড়) |
| ০১. | অধিকার | ০৯ | ০৮ | ০৫ | ০৮ | ৩০(৭.৫) |
| ০২. | শিক্ষা | ১০ | ০৬ | ০৪ | ০৮ | ২৮(৭) |
| ০৩. | স্বাস্থ্য | ১০ | ০৫ | ০৪ | ০৬ | ২৫(৬.২৫) |
| ০৪. | তথ্য প্রযুক্তি | ০৭ | ০৪ | ০৭ | ০৭ | ২৫(৬.২৫) |
| ০৫. | দারিদ্র বিমোচন | ০৬ | ০৪ | ০৮ | ০৬ | ২৪(৬) |
| ০৬. | দূর্যোগ ব্যবস্থা | ০৮ | ০৪ | ০২ | ০৪ | ১৮(৪.৫০) |
| ০৭. | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ০৯ | ০৭ | ০৪ | ০৮ | ২৮(৭) |

স্মরনী-৫ Matrix

Attractiveness Martix: Priority Setting

গ্রাফিক্স দিতে হবে।